JAN 21 2001

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা ও এর সমাধান

১৭৮০ সালে কলিকাতা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ২শ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হাজারো সমস্যার সম্মুখীন। অথচ কলিকাতা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসাই হচ্ছে এদেশের প্রথম সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- যা পরবর্তীতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসের আলোচনায় না গিয়ে এখানে শুধু এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই।

প্রত্যেকটি বস্তুর ভিত্তির উপরই ঐ বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। যেমনিভাবে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী উঠে আসবে এ স্তর হতেই। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, দেশে হাজার হাজার সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা হাতে গোনা কয়েকটি। তাও বেসরকারী রেজিস্টার্ড পর্যায়ভুক্ত। প্রায় ২১ হাজার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার সিংহভাগই সরকারী পরিচর্যার অভাবে বিলুপ্তির পথে। একদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বই প্রদান, ফ্রি বেতন এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু রয়েছে। অন্যদিকে এবতেদায়ী মাদ্রাসার চিত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ নেই বিনা মূল্যে বই এবং ফ্রি বেতন ব্যবস্থা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীও নেই বললেই চলে।

এ সকল বৈষম্যের কারণে দেশের সিংহভাগ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সহজ সুযোগ পাচ্ছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ফলে একদিকে মাধ্যমিক স্কুলসমূহে শিক্ষার্থীর সংকুলান হচ্ছে না, অন্যদিকে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর আকাল দেখা দিচ্ছে। ১৯৮৫ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ থেকে আলিমকে এইচএসসি-এর সমমান প্রদান করা হলেও ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থীগণ একদিকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তেমনিভাবে উচ্চতর গবেষণা তথা এমফিএল, পিএইচডি বিদেশ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ পাঠ্য সূচীর ঝক্কিঝামেলা সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অংশে কম নয়। এমনকি ফাজিল স্তরে সাধারণ শিক্ষার স্নাতক ডিগ্রী মানের বাংলা ও ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক রয়েছে। কেবল পার্থক্য হল আইনের হেরফের। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয়, পক্ষান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এতে শিক্ষার্থীর অপরাধটা কোথায়? এত সব ভোগান্তি হতে মুক্তি পেতে শিক্ষার্থীগণ প্রায়শই আলিম পাস করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে পাড়ি জমায়। ফলে মাদ্রাসার উচ্চ স্তরসমূহের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা করুণ থেকে করুণতর পর্যায়ে উপনীত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নকল্পে সে বৃটিশ যুগ থেকে অদ্যাবধি বহু কমিটি, সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রস্তাব পরিকল্পনাও হয়েছে। বারংবার সিলেবাসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হল- আজ পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনগণের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এই শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবিলম্বে সরকারী তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো চালু করে বিনা মূল্যে বই প্রদানসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায় তথা ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান প্রদানের লক্ষ্যে ও তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন অথবা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ঢাকাকে একটি এফিলিয়েটের বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর অথবা মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গাজীপুরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে এর মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান প্রদানের ব্যবস্থা করা। যে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন ইতিমধ্যে সুপারিশ করেছে এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও অনুরূপ সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়েছে। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন প্রাণ রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে।

দেশের ক্রমবর্ধমান ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মুখে মাদ্রাসা শিক্ষা তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগের চাহিদা মতো নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। দেশবাসী এটিই কামনা করে।

-মোহাম্মদ আইয়ুব
সিনিয়র প্রভাষক (আরবী),
আফতাব বিবি ফাজিল মাদ্রাসা,
ফেনী সদর, ফেনী।